দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ JUL 8 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সংসদে দ্বিতীয় দিনের মতো মাদ্রাসা প্রসঙ্গ

২৫১ মাদ্রাসার অনুদান স্থগিত করা হয়েছে একটি মাদ্রাসাও বন্ধ করা হয়নি

সংসদে শিক্ষামন্ত্রী

সংসদ রিপোর্টার ঃ মাদ্রাসার সরকারী অনুদান বন্ধ, স্বীকৃতি বাতিল এবং নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিতে দুর্নীতি নিয়ে গতকাল দ্বিতীয় দিনের মত সংসদে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছে। বিএনপি সদস্যদের প্রতিবাদের মুখে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেছেন, ২৫১টি মাদ্রাসার সরকারী

১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

সংসদে শিক্ষামন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুদান স্থগিত করা হয়েছে। একটি মাদ্রাসাও বন্ধ করা হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, স্বীকৃতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া, ন্যূনতম ছাত্র-ছাত্রী না থাকা, তহবিলে ৫০ হাজার টাকার অভাব এবং লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই না থাকার কারণে এসব মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের কথা বলে বিরোধী দল সাম্প্রদায়িকতাকে উদ্বুদ্ধ করছে। তিনি বিরোধী দল ঘোষিত বিক্ষোভ দিবসেরও সমালোচনা করেন।

গতকাল (বুধবার) জাতীয় সংসদে দিনের কার্যসূচী অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নিষ্পত্তিকালে এই বিতর্কের সূচনা হয়। টাঙ্গাইল থেকে নির্বাচিত বিএনপি সংসদ সদস্য এডভোকেট গৌতম চক্রবর্তী তার 'দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হউক' শীর্ষক সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের উপর বক্তৃতাকালে মাদ্রাসার এমপিওভুক্তি বাতিলের সরকারী পদক্ষেপের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি তার সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের পক্ষেও যুক্তি পেশ করেন। বেসরকারী শিক্ষকদের সরকারী অনুদান একশ ভাগে উন্নীত করা এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে সরকারীকরণের দাবী জানান।

মিঃ গৌতম চক্রবর্তীর বক্তব্যের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী দীর্ঘসময় বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য ছাড়াও মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে তার সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, দেশে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ৬৮৪৭টি। এর মধ্যে এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা ৬১৩২টি। এসব মাদ্রাসায় সরকারের অনুদানভোগী শিক্ষক-কর্মচারী ১ লাখ ২৫ হাজার ৫৮ জন।

মন্ত্রী বলেন, ২৫১টি মাদ্রাসার ১০৪৭ জন শিক্ষকের সরকারী অনুদান আমরা স্থগিত করেছি। এটা শতকরা ১ ভাগেরও কম। তিনি জানান, গত অর্থবছরে মাদ্রাসার সরকারী অনুদান বাবদ ৩২৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা অতিপ্রাচীন। বৃটিশ আমলেরও আগে থেকে এই শিক্ষা চালু আছে। এই শিক্ষা বন্ধ করার প্রশ্নই আসে না। বরং আমরা মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নিয়েছি। যাতে মাদ্রাসা শিক্ষিতরা সমাজের সকল স্তরে ভূমিকা পালন করতে পারে। মন্ত্রীর বক্তব্য শেষে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করবেন কি-না জানতে চেয়ে এডভোকেট গৌতম চক্রবর্তীকে মাইক ফ্লোর দিলে তিনি শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তিনি বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে তিনবার আমার নাম উচ্চারণ করে আমার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছেন। গৌতম চক্রবর্তী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন– আমি হিন্দু বলে ইসলাম সম্পর্কে কথা বলতে পারবো না। আমার অধিকাংশ ভোটার মুসলমান। মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে সরকারী পদক্ষেপের কারণে তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে অবশ্যই এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখার অধিকার আমার আছে।